আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮

'সময় এখন নারীর: উন্নয়নে তারা
বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরে কর্ম-জীবন ধারা'

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদা ও গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হচ্ছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য
'সময় এখন নারীর: উন্নয়নে তারা
বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরে কর্ম-জীবন ধারা'।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রথমেই যে বিষয়টি স্মরণে আসে তা হচ্ছে দেশের সংবিধানে নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয় আন্তর্ভুক্তি। আর এই যুগান্তকারী উদ্যোগ যাঁর নির্দেশে নেওয়া হয় তিনি হচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে যে মহিয়সী নারী সর্বদা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, তিনি তাঁর সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব।

আমাদের দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে নির্বাচিত হয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য হলো ১৯৯৭ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা। এরপর ২০১১ সালের 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি' এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন। সরকারের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশের নারীরা আজ উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে দৃশ্যমান। নারী উন্নয়ন সূচকে দেশের অর্জন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে। এলজিইডি মূলতঃ তিনটি সেক্টর, যথা- পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে কাজ করে থাকে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীকে সম্পৃক্ত করে নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী-পুরুষ বৈষম্য কমাতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে এলজিইডি, যার সূচনা হয়েছিলো ১৯৮৫ সালে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় ফরিদপুরে মাটির কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে। একই সময়ে নগর এলাকায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প ও ১৯৯৫ সালে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে নারীদের সম্পৃক্ত করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নারীদের অবস্থান সুসংহত করার লক্ষ্যে এলজিইডিতে কর্মরত নারী প্রকৌশলীদের নিয়ে ১৯৯৫ সালে গঠিত হয় 'মহিলা প্রকৌশলী ফোরাম', যা ১৯৯৬ সালে 'মহিলা ফোরাম' এবং আরও শক্তিশালী হয়ে ২০০০ সালে পরিণত হয় 'জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম'এ। জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে এলজিইডির রয়েছে জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল ও সেক্টরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা–এসডিজি অর্জনে সরকারের অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে এলজিইডি নারী নেতৃত্ব বিকাশে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাধারণ জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কাজ করছে।

সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৪টি কৌশলগত বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জেন্ডার সম্পৃক্ত রূপকল্প হলো "এমন একটি দেশ বিনির্মাণ যেখানে পুরুষ ও নারীর সমান সুযোগ ও সমান অধিকার থাকবে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে সমান অবদানকারী হিসেবে নারীদের মর্যাদার স্বীকৃতি দান করা হবে"। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনে এলজিইডি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

নারীদের মানবিক সক্ষমতা বৃদ্ধি: এলজিইডি উপকারভোগী নারী ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নারীশ্রমিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়বর্ধকসহ নানামুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এসব প্রশিক্ষণ একদিকে যেমন নারীদের অমিত সম্ভাবনা বিকাশের পথ উন্মুক্ত করছে, একইসঙ্গে তাদের আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও মূল অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। কেবল তাই নয়, এলজিইডি নারীকর্মীদের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মপরিবেশ তৈরি করেছে। নারীদের অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশে এলজিইডির বহুমাত্রিক কার্যক্রম ইতিমধ্যে প্রশংসিত হয়েছে।

নারীর অর্থনৈতিক উপকার বৃদ্ধি: উন্নয়ন কাজে নারীদের সম্পৃক্তকরণ এলজিইডি'র কার্যক্রম বাস্তবায়নের অন্যতম নীতি। উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নারীশ্রমিকদের সম্পৃক্তকরণে রয়েছে লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি (এলসিএস) শিরোনামে এক বিশেষ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। এছাড়া নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হাট-বাজারে নারীদের জন্য দোকান বরাদ্দ, সম্পদে প্রবেশাধিকার, ক্ষুদ্রঋণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব কর্মকাণ্ডের ফলে নারীদের যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে, একইসঙ্গে তাদের আয়বৃদ্ধির ফলে শিক্ষা ও সামাজিক অন্যান্য সূচকের ওপরও ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের সামাজিক মর্যাদাও ক্রমশ বাড়ছে।

নারীর কণ্ঠস্বর ও প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি: নারী নেতৃত্ব বিকাশে এলজিইডির রয়েছে নানামুখী কার্যক্রম। নারীদের প্রশিক্ষিত করে তোলা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চকিত করার ক্ষেত্রে এলজিইডি'র প্রকল্প ভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে নারী জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য উপকারভোগীরা স্থানীয় সরকারে বিশেষত পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কমিটিতে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ, বাল্যবিবাহ নিরোধ, যৌতুক প্রতিরোধসহ নানা সামাজিক ইস্যুতে এদের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

নারী উন্নয়নের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি: এলজিইডি নারীদের জন্য সহায়ক কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে সহায়ক নীতিকাঠামো যেমন জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল ও জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে নারীর জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরী, এলজিইডি সদর দপ্তরে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা, নারীদের জন্য পৃথক প্রার্থনার স্থান, পৃথক টয়লেট ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত নারী শ্রমিকদের জন্য পৃথক টয়লেট, আলাদা শেড, পানীয় জলের সুবিধা ইত্যাদি বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। গ্রামীণ হাট-বাজার, বাস টার্মিনাল ও পাবলিক টয়লেটে নারীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হচ্ছে। নারী উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত নীতির আলোকে এলজিইডি তার কার্যক্রম বাস্তবায়নে সদা সচেষ্ট। নারী উন্নয়নে এ ধরনের সহায়ক সুবিধা একদিকে যেমন নারীদের কর্মে উদ্বুদ্ধ করে, একইভাবে তাদের সুরক্ষা বিষয়টিও নিশ্চিত করে।

২০১০ সাল থেকে এলজিইডি ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রতিবছর জেলা পর্যায়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এলজিইডি অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়া এলজিইডি'র সদর দপ্তরে বিভিন্ন প্রকল্পের জেন্ডার কার্যক্রম বিষয়ক প্রদর্শনী এবং পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন-এই তিন সেক্টরের প্রকল্পের সহায়তায় আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠা শ্রেষ্ঠ নারীদের সম্মাননা দেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছরও আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এলজিইডি'র পক্ষ থেকে আত্মনির্ভরশীল শ্রেষ্ঠ নারীদের অভিবাদন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮
সেক্টরভিত্তিক পুরস্কারপ্রাপ্ত আত্মনির্ভরশীল নারীদের সংক্ষিপ্ত কর্মপরিচিতি

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর

সমগ্র বাংলাদেশে এলজিইডির বিভিন্ন পল্লি উন্নয়ন প্রকল্পে পুরুষের সঙ্গে নারীরাও বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে এসব নারীদের জন্য। দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ। এবছর সারাদেশে পল্লি উন্নয়ন সেক্টর থেকে ৪৩ জন সফল নারীর মধ্যে নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ তিনজন আত্মনির্ভরশীল নারীর জীবন সংগ্রামে উত্তরণের কথা নিচে দেওয়া হলো:

প্রথমস্থান অধিকারী
ললিতা রায়

ললিতা রায়: এক স্বাবলম্বী নারীর উজ্জল দৃষ্টান্ত

দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় জেলা সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার গড়কাটি গ্রামের দরিদ্র জেলের সন্তান ললিতা রায়। মাত্র ১৬ বছর বয়সে একই গ্রামের দিনমজুর বিমল রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়। একমাত্র ছেলের বয়স যখন ৬ মাস তখন তিনি স্বামীহারা হন। তাঁর জীবনে নেমে আসে হতাশার গাঢ় অন্ধকার। কিন্তু এলজিইডি'র প্রশিক্ষণ তাঁর জীবন বদলে দিয়েছে। তিনি আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন।

এলজিইডি'র কমিউনিটি বেইজস রির্সোস ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (সিবিআরএমপি)-এর মাঠকর্মীর উৎসাহে ললিতা ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে ৩০ জন মহিলা নিয়ে গড়কাটি মহিলা ঋণ সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি এ সমিতির ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেন। এসময় তিনি সিবিআরএমপি থেকে প্রাণিসম্পদ ভ্যাক্সিনেটর হিসেবে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি নেতৃত্ব উন্নয়ন ও দল ব্যবস্থাপনা, এলসিএস ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষণ, গরু মোটা-তাজাকরণ, হাঁস-মুরগী পালন এবং বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষসহ বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন। এরপর মানসিক শক্তিকে পুঁজি করে শত প্রতিকূলতা মাড়িয়ে দুর্গম হাওর অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে গবাদী পশু ও হাস-মুরগীর টীকাদান ও প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রাণিস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেন।

তিনি বর্তমানে গড়কাটি ওয়ার্ড কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, বাধাঘাট ইউনিয়ন পরিষদ এর নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, বেসরকারী আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ইন্টার কো-অপারেশন এর প্রাণিসম্পদ সেবাদানকারী সংগঠনের তাহিরপুর উপজেলার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে চার সদস্যের পরিবার নিয়ে ললিতা আর্থিকভাবে সচ্ছল। তাঁর বসতবাড়ির উন্নয়ন হয়েছে। কৃষিজমি ক্রয় করেছেন। বর্তমানে তাঁর বার্ষিক আয় প্রায় তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা। তিনি আজ একজন স্বাবলম্বী নারীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮' তে এলজিইডি'র সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে ললিতা রায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

দ্বিতীয়স্থান অধিকারী
মোছাঃ মরিয়ম বেগম

মোছাঃ মরিয়ম বেগম: এক দ্যুতিময় নারী

মোছাঃ মরিয়ম বেগম পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলার প্রধানপাড়া গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এক হতদরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার অভাবের সংসারে ভাই-বোন ও অন্যান্য সদস্য সংখ্যা বেশি থাকায় খুব একটা লেখাপড়ার সুযোগ হয়নি। পরিবারের সকলের ভরণপোষণের সামর্থ্য না থাকায় পিতা অল্প বয়সেই তাকে বিয়ে দেন। শুরু হয় সংসারের বোঝা টানার এক নতুন যুদ্ধ। স্বামীর সংসারে এসেও কঠিন দারিদ্র্যের রোষানলে পড়েন। স্বামী অসুস্থ হওয়ার কারণে যৎসামান্য পরিমাণ আয় রোজগার দ্বারা সংসারের অভাব অনটন মিটানো সম্ভব ছিল না। চার সন্তান নিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে না পেড়ে অন্যের বাড়িতে গৃহস্থালি ও কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হন মরিয়ম বেগম। এরই মধ্যে একদিন এলজিইডি'র পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২ (আরইআরএমপি-২) এর আওতায় রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে এলসিএস কর্মী হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। তিন বছর দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন। এ কাজ করার সুবাদে প্রকল্প থেকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পান, যা তাঁর ভাগ্য বদলে দেয়।

শত প্রতিকূলতার মাঝেও প্রকল্প শেষে সঞ্চয়ের অর্থ দিয়ে নিজ বাড়িতে গরুপালন ও বাড়ির আঙিনায় শাকসবজি চাষ করে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন। তিনি নব্বই হাজার টাকা বিনিয়োগ করে ছেলেকে রং এর দোকান করে দিয়েছেন। মা-ছেলের যৌথ আয়ে তিন রুমের সেমিপাকা বাড়ি, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট তৈরি করেছেন। আজ তাঁর সংসারে স্বচ্ছলতা এসেছে। তাঁর অদম্য কর্মস্পৃহা অন্যান্য নারীদের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে সাবলম্বী হতে। মোছাঃ মরিয়ম বেগম এ অসামান্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮' তে এলজিইডি'র সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

তৃতীয়স্থান অধিকারী
কুদবান

কুদবানু: ভাগ্যোন্নয়নের সড়কে পা রেখেছেন

সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার খাসা গ্রামের অধিবাসী কুদবানু। দারিদ্র্য ও অভাব ছিল নিত্য সঙ্গী। একটু স্বচ্ছল ও উন্নত জীবনযাপনের আশায় কাজ খুঁজেছেন। অনেকের দরজায় কড়া নেড়েছেন। সাড়া মেলেনি। দারিদ্র্যের কষাঘাতে যখন তিনি বিপর্যস্ত এমনই এক সময়ে তিনি পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২ (আরইআরএমপি-২) প্রকল্পের আওতায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী হিসেবে নিয়োগ পান। একইসঙ্গে হাঁস-মুরগী পালন, সবজিচাষ ইত্যাদি বিষয়ে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ডাক পান। প্রশিক্ষণ শেষে স্বল্প পুঁজি খাটিয়ে নিজের মত আয়ের পথ তৈরি করেছেন। দিনে দিনে তার উপার্জন বাড়তে থাকে। এ আয় দিয়ে ইতিমধ্যে বসতবাড়ি উন্নয়ন করেছেন এবং কৃষিজমি কিনেছেন। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে পারছেন। এ অসামান্য সাফল্যের জন্য তিনি আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮' তে এলজিইডি'র সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

বাংলাদেশের নগর এলাকায় বসবাসকারী দুঃস্থ নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডির নগর উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে পরিচালনা করা হয় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম। ঋণের অর্থ যথাযথভাবে বিনিয়োগের জন্য রয়েছে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীরা সুবিধাজনক ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। এবছর প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন পৌরসভা থেকে মনোনীত ৪৫ জন আত্মনির্ভরশীল নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিন জন নারীর সাফল্য গাঁথা নিচে তুলে ধরা হলো:

প্রথমস্থান অধিকারী
বিউটি আক্তার

বিউটি আক্তার: এক জয়িতা স্মারক

বিউটি আক্তার বান্দরবান পৌরসভার বনরূপা এলাকার বাসিন্দা। শৈশব মা-বাবা হারানো বিউটি বেড়ে ওঠেন চাচার কাছে। ১৬ বছর আগে এক আসবাবপত্র নির্মাণশ্রমিকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর স্বপ্ন ছিলো স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখের সংসার গড়া। কিন্তু বাস্তবতার নির্মম কষাঘাতে সবকিছুই তাঁর এলোমেলো হয়ে যায়। বিউটি আক্তারের স্বামী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিন সন্তান নিয়ে বিউটি আক্তার অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে থাকেন। সন্তানদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। বিউটি আক্তারের সামনে তখন গভীর অন্ধকার। কিন্তু তাঁর মানসিক শক্তি এ অন্ধকার মাড়িয়ে সামনে চলার পথ খুঁজতে থাকে।

এ সময়ে বান্দরবার পৌরসভা থেকে এলজিইডির তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের (ইউজিআইআইপি-৩) আওতায় তিনি সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে তাঁকে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন দেওয়া হয়। এ প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন তাঁর জীবনের গতি পাল্টে দেয়। প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া দক্ষতা আর সূঁই-সুতো দিয়ে তিনি আগামীর পথ বুনতে থাকেন। আজ তাঁর মাসিক আয় গড়ে প্রায় বাইশ হাজার টাকা। স্বামীর চিকিৎসাসহ ছেলে-মেয়েদের আবার লেখাপড়া শিখাচ্ছেন। বিউটি আক্তার এলাকার বেকার নারীদের উন্নয়নের জন্য সেলাই কার্যক্রম সম্প্রসারণের কথা ভাবছেন। নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়েছেন। তাঁর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা উত্তরণে এলাকার অনেক নারী উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। তিনি আজ জয়ীতা স্মারক। বিউটি আক্তার এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮' তে এলজিইডি'র সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে নগর উন্নয়ন সেক্টরে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

দ্বিতীয়স্থান অধিকারী
তাজনাহার আক্তার

তাজনাহার আক্তার: আধাঁর চিরে ফুটেছে আলো

তাজনাহার আক্তার কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌর এলাকায় বসবাস করেন। পিতার মৃত্যুর পর দিনমজুর শহীদুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর পিছু ছাড়ে না। একদিন তিনি স্বামীহারা হন। স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান নিয়ে অতি কষ্টে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটে। একমাত্র মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। এমনই কঠিন অবস্থায় তাজনাহার আক্তার লাকসাম পৌরসভা থেকে ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের আওতায় সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এসময় তাঁকে বিনামূল্যে একটি সেলাই মেশিন দেওয়া হয়। একইসঙ্গে প্রকল্প থেকে ক্ষুদ্রঋণ পান। সেলাই প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ তাঁকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলে। ধীরে ধীরে আঁধার চিরে আলো ফুটতে থাকে। তাজনাহার আক্তার জানান, গ্রামের অন্যান্য মেয়েদেরকে স্বল্প খরচে প্রশিক্ষণ প্রদান ও নিজে সেলাইয়ের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। এখন তিনি সংসারের ভরণ-পোষণের পাশাপাশি সন্তানের লেখাপড়ার ভার বহন করতে সক্ষম। তাজনাহারের আগামী দিনের পরিকল্পনা সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে এলাকার বেকার নারীদের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। তাজনাহার আক্তার এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮'তে এলজিইডি'র সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে নগর উন্নয়ন সেক্টরে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

তৃতীয়স্থান অধিকারী
মোছাঃ লাকী খাতুন

মোছাঃ লাকী খাতুন: প্রতিবন্ধীতা বাধা নয়; ভিন্ন ধরনের সম্ভাবনা

কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী পৌরসভায় মোছাঃ লাকী খাতুনের বসবাস। তিনি একজন বাক্ প্রতিবন্ধী। এ বিশেষ চাহিদা তাকে দমাতে পারেনি। লাকী খাতুন অদম্য শক্তি নিয়ে আগামীর পথে হাটঁছেন। তিনি বর্তমানে নাগেশ্বরী ডিগ্রী কলেজে স্নাতক তৃতীয় বর্ষে বাংলা বিভাগে অধ্যায়নরত। মোছাঃ লাকী খাতুনের দুজন প্রতিবন্ধী বোন ও এক ভাই রয়েছে। পিতৃহীন লাকী খাতুনের পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচ। পরিবারে কর্মক্ষম কোনো পুরুষ না থাকায় তাঁর মাকে সংসারের হাল ধরতে হয়। প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও লাকী খাতুন লেখাপড়ার পাশাপাশি শারীরিক সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের মাধ্যমে আয় করে পরিবারকে সহযোগিতার জন্য সংকল্পবদ্ধ হন। তিনি নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (নবিদেপ) এর আওতায় নাগেশ্বরী পৌরসভা থেকে ছয়মাসের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। এখান থেকে অফিস অ্যাপ্লিকেশন, গ্রাফিক ডিজাইন ও আউট সোর্সিং-এর ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে অর্থ উপার্জন করছেন। প্রতিবন্ধীতা তার জন্য কোনো বাধা হয়নি বরং অন্য ধরনের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।

বর্তমানে তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছেন। নিজের কম্পিউটার না থাকায় পৌরসভায় এসে আউট সোসিং-এর মাধ্যমে কাজ করছেন। তিনি ভবিষ্যতে প্রতিবন্ধী, দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাবলম্বী করে তুলতে প্রত্যয়ী। তাঁর এই অদম্য কর্মস্পৃহার কারণে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮' তে এলজিইডি'র সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে নগর উন্নয়ন সেক্টরে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

এলজিইডির পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের উপ-প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে পুরুষের সঙ্গে নারীরাও নিয়োজিত রয়েছেন। কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থান এবং সম্পদে প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে এসব নারীদের জন্য। দেওয়া হচ্ছে নানামুখী প্রশিক্ষণ। এতে আত্মনির্ভরশীল হচ্ছেন নারীরা। এবছর সারাদেশে পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর থেকে ৪৪ জন সফল নারীর মধ্যে নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ তিনজন আত্মনির্ভরশীল নারীর দিন বদলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো:

প্রথমস্থান অধিকারী
নুসরাত বেগম স্বপ্না

নুসরাত বেগম স্বপ্না: এক অনন্য শেরপা

জীবনচলার পথ বদলে এক অনন্য গল্পের প্লট তৈরি করেছেন নুসরাত বেগম স্বপ্না। তিনি আজ পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য আলোকবর্তিকা। বাঙালি নারীর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি সামান্য সুযোগ পেলেই যে অনন্য হয়ে ওঠে তিনি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরুনোর আগেই নুসরাত বেগম স্বপ্নার ১৪ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। তার স্বামী একজন কৃষি শ্রমিক। যৌথপরিবারে দুই সন্তান ও শ্বশুর-শ্বাশুড়ি নিয়ে তিনি অতিকষ্টে দিন পার করছিলেন। তবে সমৃদ্ধ এক জীবনের স্বপ্ন লালন করতেন নুসরাত বেগম।

সংসারের অভাব-অনটনে যখন তিনি কিছুটা পরিশ্রান্ত ঠিক এসময়ে তিনি এলজিইডি'র 'হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প' এর আওতায় বাড়ির পাশে টুকেরঘাট-বাহাদুরপুর রাস্তা উন্নয়নের খবর পান। এলজিইডি অবকাঠামো উন্নয়নে নারীশ্রমিকদের সম্পৃক্ত করতে লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি (এলসিএস) শিরোনামে এক উদ্ভাবনী ব্যবস্থা অনুসরণ করে আসছে। তিনি এ সমিতির সদস্য হিসেবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং চূড়ান্তভাবে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।

এরপর নুসরাত বেগম স্বপ্নাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সড়ক উন্নয়নের কাজ শেষে তিনি নয় হাজার আটশ টাকা মজুরি পান এবং সমিতির সদস্য হিসেবে আরও দশ হাজার টাকার বেশি লভ্যাংশ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি মাঠকর্মীদের উৎসাহে তিনি এক মাসের সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপযোগী করে তোলেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর একটি সেলাই মেশিন ও কাপড় কিনে নিজ বাড়িতে সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। নুসরাত বেগম কেবল নিজে নয় গ্রামের কয়েকজন কিশোরীকে হাতে-কলমে সেলাই কাজ শিখিয়ে তাদেরও আত্মনির্ভরশীল করে তুলেছেন। নুসরাত বেগম স্বপ্নার আজ মাসিক আয় গড়ে প্রায় আটাশ হাজার টাকা।

ইতোমধ্যে তিনি গ্রামের ৬০ জন দরিদ্র নারীকে নিয়ে 'সুরমা নারী উন্নয়ন সমিতি' গঠন করেছেন। বর্তমানে তিনি ইউনিয়ন পরিষদের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, স্থানীয় নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য। নুসরাত বেগম স্বপ্না আজ পরিবর্তনের প্রতিভূ। তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা এবং আর্থিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত। নিজ পরিসরে অন্য নারীদের জন্য আশার আলো, এক সফল নারীর উদাহরণ। দারিদ্র্য তাকে হারাতে পারেনি। কারণ দারিদ্র্যের শক্তি মানুষের শক্তির চেয়ে বেশি হতে পারে না। নুসরাত বেগম এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮' তে এলজিইডি'র সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানিসম্পদ সেক্টরে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

দ্বিতীয়স্থান অধিকারী
রোজিনা আক্তার

রোজিনা আক্তার: এক আশা জাগানিয়া গল্প

রোজিনা আক্তার ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার রামভদ্রপুর ইউনিয়নের চরনিয়ামত গ্রামের বাসিন্দা। স্বামী পেশায় এনজিওকর্মী। স্বামীর সামান্য আয়ে ছয় সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের অতি কষ্টে দিন চলছিল। হঠাৎ রোজিনা আক্তারের স্বামী চাকরি হারালে পরিবারের সদস্যরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। সংসার চালিয়ে নিতে রোজিনা আক্তার হাল ধরেন। তিনি এলজিইডি'র ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের একটি উপ-প্রকল্প খরিয়া নদী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিঃ এর সদস্য হন। রোজিনার সুযোগ মেলে উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে আয়বর্ধক কার্যক্রম, যেমন– গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালন, সবজি চাষ, সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা, বীজ সংরক্ষণ, সেলাই, জেন্ডার ও উন্নয়ন এবং পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের। এলজিইডি'র বহুমাত্রিক কার্যক্রমে রোজিনার সম্পৃক্ততা তাঁর মনোবল বাড়িয়ে দেয়। তিনি জানান, প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও সম্মানী অর্থ তাঁকে শক্তি আর সাহস যুগিয়েছে।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর রোজিনা আক্তার আনন্দ স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। পাশাপাশি হাঁস মুরগী, গরু ছাগল পালন, সবজি চাষ এবং সেলাই মেশিন কিনে ঘরে বসে অর্ডারি কাজ শুরু করেন। কলেজে পুনরায় ভর্তি হয়ে এইচ.এস.সি সম্পন্ন করে বর্তমানে স্নাতক পর্যায়ে অধ্যায়ন করছেন। নিজের অর্জিত অর্থ দিয়ে শিশুদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। সঞ্চিত অর্থে কর্মহীন স্বামীর জন্য ফার্নিচার ও ক্রোকারিজের দোকান করে দিয়েছেন। তিনি জানান, এসব সম্ভব হয়েছে এলজিইডি'র ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের সদস্য হওয়ার সুবাদে। তিনি এখন এলাকায় পরিশ্রমী নারীর আদর্শ প্রতীক। তাঁর এ সাফল্য অন্য নারীদের জন্য আশা জাগানিয়া গল্প হয়ে উঠেছে। এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮' তে এলজিইডি'র সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানিসম্পদ সেক্টরে রোজিনা আক্তার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

তৃতীয়স্থান অধিকারী
করফুন্নেছা

করফুন্নেছার স্বপ্ন বদলের গল্প

করফুন্নেছা হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলায় সিকান্দরপুর গ্রামের অধিবাসী। নিজের বসত ভিটা নাই। ভাইয়ের জমিতে ঘর তুলে কোনো রকমে বসবাস করতেন। চার ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে তার স্বামী লড়াই করে যাচ্ছিল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। ঠিক সেই মুহূর্তে এলজিইডি'র আওতাধীন হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবন উন্নয়ন প্রকল্পের (হিলিপ) সহযোগিতায় করফুন্নেছা আশার আলো দেখতে পেলেন। এ আলোর পথ ধরেই তাঁর স্বপ্ন বদলের দিন শুরু হয়।

হিলিপ এর আর্থিক সহযোগিতায় তিনি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনে নার্সারির কাজ শুরু করেন। এই নার্সারি থেকে ২০১৭ এর জুন পর্যন্ত প্রায় তেত্রিশ হাজার চারা বিক্রি করেছেন এবং বিভিন্ন ধরনের বাইশ হাজার বনজ উদ্ভিদ ও চারা তৈরি করে ধাপে-ধাপে বিক্রি করছেন। নার্সারি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি ক্রমশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে আধা পাকা টিনের ঘর তৈরি করেছেন। নিজের সংসারের খরচ চালানোর পাশাপাশি নাতি-নাতনীদের পড়ার খরচ চালাতে সহায়তা করছেন। করফুন্নেসার নার্সারীতে এলাকার দু'জন পুরুষ ও দু'জন দরিদ্র নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮' তে এলজিইডি'র সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানিসম্পদ সেক্টরে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। করফুন্নেছা জানান, "অভাবের তাড়নায় ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখা করাতে পারিনি। তাই নাতী-নাতনীরা যাতে পড়ালেখা করে মানুষের মত মানুষ হতে পারে, সে জন্য সহায়তা করে যাওয়াই আমার মূল লক্ষ্য"।